ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607009

# চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিকথা: একটি মূল্যায়ন

**প্রমথ মিস্ত্রী***

**Abastract:** There are two structural and thematic divisions of Sanskrit literature-Driśya-kāvya and Śravy-kāvya. Again, there are two distinctions of Dṛśya-kāvya- rūpaka and uparūpaka. There are three types of Śravya-kāvya- gadyakāvya, padyakāvya and campukāvya. Gadyakāvya has two types- Kathā and Ākhyāyikā. And padyakāvya has three divisions- Mahākāvya, Khandakāvya and Koṣakāvya. A collection of verses that are not dependent on each other is called Koṣakāvya. Cānakya wrote his Ethics by adopting the characteristics of Koṣakāvya. Such ślokasaṁklana acts as a lamp to determine the duty in various situations that arise in the course of life. It is not an exaggeration to say that Koṣakāvya`s verses are a directional device. Again, Śubhāṣhita Saṁgraha is composed of mundane proverbs or just advice. Cānakya-Nītiśāstra is a special advice. This book is a wonderful collection of many advice and various mottos on politics, social policy, etc. People from all walks of life can learn its moral teachings. He wrote it being concerned with the moral decay of the society of that time. His poems are eternal beacons of human welfare and are necessary for all societies of all times. Cānakya's Ethos of Ethics can free us from the moral degradation that we face in today's world due to the lack of ethics. The purpose of the present essay is to highlight how we can become true human beings by getting moral education through the process of using the eternal maxims of Cānakya`s ethics.

**মুখ্যশব্দ:** চাণক্য, নীতিশাস্ত্র, নীতিকথা, বিদ্বান-অবিদ্বান, সুপুত্র-কুপুত্র, শত্রু-মিত্র, সুজন-কুজন, ব্যবহারবিধি, গুণাগুণ, সুখ-দুঃখ, ধর্মশীল

## প্রারম্ভিকা

চাণক্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শুধু কূটনীতিক ছিলেন না, ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। তাঁর সব কূটনীতি দেশের কল্যাণের জন্যই। তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের একজন বড় লেখকও বটে। তিনি রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অমাত্য ও উপদেষ্টা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৯৭ অব্দ। সুতরাং চাণক্যের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক (সত্যনারায়ণ, ২০১৪, পৃ. ১৫)। চাণক্যের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আজও কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর পিতার নাম 'চণক' মুনি। চণক মুনির পুত্র বলে তাঁর নাম 'চাণক্য' (চণকস্য অপত্যম্ = চণক + যঞ্ = চাণক্য, 'গর্গাদিভ্যো যঞ্' পাণিনি (পা.) ৪/১/১০৫ সূত্রানুসারে)। তাঁর মাতার নাম আজও জানা যায়নি। তিনি তক্ষশিলা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন (প্রবীরকুমার, ২০২৪, পৃ. ৭)। তাঁর একাধিক নাম ছিল– কৌটিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি। তাঁর প্রকৃত নাম বিষ্ণুগুপ্ত। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে তিনি চাণক্য ও কৌটিল্য নামে সমধিক পরিচিত। শোনা যায়, চন্দ্রগুপ্তের রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে শেষ জীবনে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। আর তখন থেকেই গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। চাণক্যের গ্রন্থাবলির মধ্যে *অর্থশাস্ত্র* এবং *নীতিশাস্ত্র*-ই সমধিক পরিচিত (মালবিকা ও অন্যান্য, ২০২৩, ভূমিকা– ৮)। এছাড়াও তিনি *বিষ্ণুগুপ্তসিদ্ধান্ত* (জ্যোতিষগ্রন্থ), *বাৎস্যায়ন* (কামশাস্ত্র), *আয়ুর্বেদ* (বৌদ্ধজীবন) গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মূল নীতিশাস্ত্র *বৃদ্ধচাণক্য*-এ ৬০০০ (ছয় হাজার) শ্লোক আছে। দণ্ডীর *দশকুমারচরিত*-এ উল্লেখ আছে–

> ইয়মিদানীমাচার্যবিষ্ণুগুপ্তেন মৌর্যার্থে ষড়ভিঃ শ্লোকসহস্রৈঃ সংক্ষিপ্তা (চৈতালী দত্ত, ২০১৪, পৃ. ১৪)।

অতিপ্রসিদ্ধ শ্লোকসমূহ নিয়ে পরবর্তীকালে *বৃদ্ধচাণক্য* (অলঙ্কৃত, শ্লোক সংখ্যা– ৩৪২), *বৃদ্ধচাণক্য* (সরল, শ্লোক সংখ্যা– ১০৯/১৭৩), *বোধিচাণক্য*, *লঘুচাণক্য* (সরল), *চাণক্যনীতিশাস্ত্র*, *চাণক্যসারসংগ্রহ*, *চাণক্য-রাজনীতি-শাস্ত্র* প্রভৃতি সংস্করণ প্রণীত হয়। পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য বোঝানোর জন্যই এরূপ সংস্করণ করা হয়েছে। প্রতিটি সংস্করণে শ্লোক সংখ্যার বৈসাদৃশ্য রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *চাণক্য-সুভাষিত-শ্লোক-সংগ্রহ (শ্লোক সংখ্যা– ১০৮)* গ্রন্থটি অনুসরণ করা হয়েছে। শ্লোক সংখ্যার তারতম্য থাকলেও মোটামুটিভাবে ১০৮ সংখ্যক শ্লোকযুক্ত সংস্করণকেই প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান চাণক্যশ্লোকের সংখ্যা অল্প কিন্তু বিষয়বস্তু ব্যাপক। ফলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। চাণক্য সমাজ ও পরিবার পরিচালনার ব্যাপারে এবং মানুষের দৈনন্দিন আচার-আচরণের অমূল্য নীতি নির্দেশ করে মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করেছেন। তাঁর নীতিবিদ্যাসম্পর্কিত বাক্যগুলো মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে দীপবর্তিকার মতোই সহায়ক। নীতিবিদ্যার অভাবে আজ মানুষ নৈতিক অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে আমাদের চাণক্য নীতিশাস্ত্রে প্রণীত নীতিবিদ্যাসম্পর্কিত নীতিকথা উত্তরণ ঘটাতে পারে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বর্তমান প্রবন্ধে চাণক্য নীতিশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিকথার একটি মূল্যায়ন করতে প্রয়াসী হবো।

## অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে নীতিকথা

বিভিন্ন প্রাচীন সাহিত্যে নীতিকথা সম্পর্কে আলোচনা দেখা যায়। প্রথমে আমরা সেদিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই। বিষ্ণুশর্মার *পঞ্চতন্ত্র*, নারায়ণ পণ্ডিতের *হিতোপদেশ* ও ভর্তৃহরির *নীতিশতক* সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

*পঞ্চতন্ত্র* (খ্রিষ্টীয় নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত) থেকে–

১. স্বভাবো নোপদেশেন শক্যতে কর্তুমন্যথা। মিত্রভেদ– ২৬০ (প্রসূন, ২০১৪, পৃ. ২৬৮)
– উপদেশ দিয়ে স্বভাব বদলানো যায় না।

২. স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥ মিত্রপ্রাপ্তি– ৫৭ (প্রসূন, ২০১৪, পৃ. ২৯৯)
– আপন দেশেই শুধু রাজা সম্মানিত, বিদ্বানের সর্বত্র সম্মান।

৩. কৃশে কস্যাস্তি সৌহৃদম্। কাকোলূকীয় ৬০ (প্রসূন, ২০১৪, পৃ. ৩২২)
– দুর্বলের আর বন্ধু কে? ইত্যাদি

*হিতোপদেশ* (নবম শতকের পর চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের মধ্যবর্তী ১৩৭৩ সালে রচিত) থেকে–

১. বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্ । প্রস্তাবিকা– ৬ (প্রসূন, ২০১৪, পৃ. ৩২৫)
– বিদ্যা বিনয় দান করে।

২. লোভঃ পাপস্য কারণম্ । মিত্রলাভ– ২৭ (প্রসূন, ২০১৪, পৃ. ৩৩২)
– লোভ পাপের কারণ।

৩. অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা। প্রস্তাবনা– ২২ (প্রসূন, ২০১৪, পৃ. ৩২৬)
– নিয়মিত অনুশীলিত না হলে বিদ্যা বিষস্বরূপ ইত্যাদি।

*নীতিশতক* (তৃতীয় শতকের শেষদিকে রচিত) থেকে–

১. বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাতঃ শতমুখঃ। ১০ (দুলাল, ২০১৮, পৃ. ৮৫)
– বিবেকহীনদের অধঃপতন নানাভাবেই হয়ে থাকে।

২. সর্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্। ১১ (দুলাল, ২০১৮ পৃ. ৮৫)
– সবকিছুরই শাস্ত্রবিহিত ঔষধ আছে, ঔষধ নেই কেবল মূর্খের।

৩. প্রারব্ধমুত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি। ২৭ (দুলাল, ২০১৮, পৃ. ৯১)
– উত্তমেরা আরম্ভকৃত কর্ম শেষ না করে পরিত্যাগ করে না। ইত্যাদি

**চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিকথা**

সংস্কৃত সাহিত্য নীতিকথার আধার। চাণক্য পদ্যের মাধ্যমে তাঁর শাশ্বত নীতিকথা তুলে ধরেছেন। তবে গদ্যের মাধ্যমে নীতিকথা শিক্ষা সংস্কৃত সাহিত্যে কম নয়। গদ্যের মাধ্যমে নীতিকথা শিক্ষা প্রদানের অন্যতম দুটি গ্রন্থ– বিষ্ণুশর্মার *পঞ্চতন্ত্র* ও নারায়ণ পণ্ডিতের *হিতোপদেশ*। তাই বলতে শোনা যায়– গদ্যটা দেখতে দেখতে পদ্য হয়ে উঠেছে, পদ্যটা দেখতে দেখতে গদ্যের বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে (প্রসূন, ২০১৪, ভূমিকা– ৫)। চাণক্য মানুষকে নীতিশিক্ষা প্রদানের জন্য প্রকৃতির পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু জীবজন্তুকে মানুষের চোখে দেখতে শুরু করলেন কে বা কারা প্রথম– তার কোনো ইতিহাস নেই। এসব সাহিত্যপাঠে সর্বদা নিরপেক্ষ দৃষ্টি রাখতে হবে। মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্যই পশু-পাখিকে উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে পশু ও মানুষ একাকার হয়ে গেছে। নীতিকথা শিক্ষা গ্রহণের কোনো সময়-অসময় নেই। নারায়ণ পণ্ডিত তাঁর *হিতোপদেশ*-এ বলেছেন–

> কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে। (প্রসূন, ২০১৪, ভূমিকা– ২১২)
> – গল্পচ্ছলে কিছু নীতিকথা অল্পবয়স্কদের শেখানো হয়েছে।

চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের শ্লোকগুলোতে যে নীতিকথা প্রচারিত হয়েছে তা দেশ-কাল নিরপেক্ষ– মানুষের জীবনেই প্রযোজ্য। তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রে বিদ্বান-অবিদ্বান, সুপুত্র-কুপুত্র ও পিতার কর্তব্য, শত্রু-মিত্র, সুজন-কুজন, ব্যবহার-বিধি, গুণাগুণ, সুখ-দুঃখ, বিবিধ এবং ধর্মশীল– এই নয়টি বিষয়ের মাধ্যমে নীতিশ্লোক আলোচনা করেছেন। তিনি শ্লোকের এক চতুর্থাংশে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যে শাশ্বত (চিরন্তন) নীতিকথা তুলে ধরেন। এক কথায় এগুলোকে নীতিশিক্ষার চুম্বক বাক্য বলা যায়। নীতিকথাগুলো পুনঃ চর্চার মাধ্যমে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম উন্নত মানবিক জীবন লাভ করতে পারে। নিচে উক্ত বিষয়গুলোর মর্মার্থসহ শাশ্বত নীতিকথার গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যাকরণ (অর্থাৎ অর্থযুক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়) ও বঙ্গানুবাদ পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো–

**এক. বিদ্বান-অবিদ্বানে শাশ্বত নীতিকথা**

মর্মার্থ: 'বিদ্বান' শব্দটি বিদ্-ধাতু যোগ শতৃ প্রত্যয় যোগে [√বিদ্ + শতৃ (বসু>বস্) = বিদ্বান্> সবিদ্বান্ ('বিদেঃ শতুর্বসুঃ' পা. ৭/১/৩ সূত্রানুসারে)] নিষ্পন্ন হয়েছে। বিদ্বান অর্থ জ্ঞানী। আর 'অবিদ্বান' (ন-বিদ্বান) অর্থ অজ্ঞানী, মূর্খ (গিরিশচন্দ্র, পৃ. ৪৮৭, ৬৯)। যিনি জ্ঞান অর্জন করেন তিনি সকলের কাছে আদরণীয় ও সম্মানিত হন। তিনি খারাপ কাজ করতে পারে না। তবে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। জ্ঞান অর্জনকারী কখনো কখনো অসৎ কর্মকাণ্ডও করে থাকেন। তখন

তার কাছ থেকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কল্যাণকর কিছু পায় না। তখন তার ওই অর্জিত জ্ঞান-ই অজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে বহু শ্লোকে একইসাথে এই বিদ্বান-অবিদ্বানসম্পর্কিত অনেক শাশ্বত নীতিবাক্য প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে চাণক্যের ভাষায় শাশ্বত নীতিকথা–

১. স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥ ১ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২১)
[পূজ্যতে = √পূজ্ + যক্ + লট্-তে]
– রাজা কেবল নিজদেশে সম্মান পান, কিন্তু বিদ্বান সর্বত্রই সম্মান পান।

২. মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। ৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২২)
[মাতৃবৎ = মাতৃ+ বতুপ্ (বৎ), লোষ্ট্রবৎ = লোষ্ট্র + বতুপ্]
– পরের স্ত্রীকে মায়ের মতো জ্ঞান করবে, পরের দ্রব্যকে লোষ্ট্রসম (মাটির ঢেলার মতো) জ্ঞান করবে।

৩. আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥ ৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২২)
[আত্মবৎ = আত্মন্ + বতুপ্, পশ্যতি = √দৃশ্ + লট্-তি]
– যিনি সকল জীবকে আপন আত্মার মতো দেখেন বা ভালোবাসেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

৪. বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে। ৫ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২৪)
[বিদ্যাহীনাঃ = বিদ্যাভিঃ হীনাঃ (তৃতীয়া তৎপুরুষ), শোভন্তে = √শুভ্ + লট্-অন্তে]
– বিদ্যাহীন হলে কারো নিকট আদর পায় না।

৫. নারীণাং ভূষণং পতিঃ। (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২৫)
[ভূষণম্ = √ভূষ্ + অনট্ (ল্যুট্)]
– স্বামী নারীর অলঙ্কার।

৬. বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্ ॥ ৭ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২৫)
[বিদ্যা = √বিদ্ + ক্যপ্ + স্ত্রিয়াম্ আপ্, সর্বস্য = সর্ব + ষষ্ঠীর একবচন = সর্ব + ঙস্]
– বিদ্যা সকলেরই অলঙ্কার।

৭. অবিদ্যং জীবনং শূন্যম্। ৮ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২৬)
[অবিদ্যম্ = ন-√বিদ্ + যৎ (ক্লীবলিঙ্গে), শুন্যম্ = শূন্য + ষ্ণ্য (ক্লীবলিঙ্গে)]
– বিদ্যাহীন ব্যক্তির জীবন শূন্যময়।

৮. পুত্রহীনং গৃহং শূন্যম্। ৮ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২৬)
[পুত্রহীনম্ = পুত্রেণ হীনম্ (তৃতীয়া তৎ)
– পুত্রহীন ব্যক্তির গৃহ শূন্যময়।

৯. সর্বশূন্যা দরিদ্রতা॥ ৮ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২৬)
[দরিদ্রতা = দরিদ্র + তল্ (স্ত্রীলিঙ্গে)]
– ধনহীন ব্যক্তি সকলই অন্ধকারময় দেখে।

১০. বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু। ১০ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২৭)
[মিত্রম্ = মিত্র + প্রথমা একবচন = মিত্র + সু (বন্ধু অর্থে ক্লীবলিঙ্গ)]
– বিদেশে বিদ্যা মিত্রের কাজ করে।

১১. মাতা মিত্রং গৃহেষু। ১০ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২৭)
[গৃহেষু = গৃহ + সপ্তমী বহুবচন = গৃহ + সুপ্]
– ঘরে মাতা মিত্রের কাজ করে।

১২. ধর্মো মিত্রং মৃতস্য॥ ১০ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ২৭)
[র্ধমঃ = ধর্ম (√ধৃ + মন্) + প্রথমা একবচন = ধর্ম + সু, মৃতস্য = মৃত (√মৃ+ক্ত) + ষষ্ঠী একবচন = মৃত + ঙস্]
– মৃত ব্যক্তির ধর্মই মিত্রের কাজ করে।

১৩. প্রবাসে মাতৃসদৃশী বিদ্যা। ১৫ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৩০)
[মাতৃসদৃশী = মাত্রা সদৃশী (তৃতীয়া তৎ)]
– বিদ্যা বিদেশে মায়ের মতো পালন করে।

১৪. বিদ্যারত্নং মহাধনম্। ১৬ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৩১)
[বিদ্যারত্নম্ = বিদ্যায়াঃ রত্নম্ (ষষ্ঠী তৎ), মহাধনম্ = মহতঃ (মহৎ>মহা) ধনম্ (ষষ্ঠী তৎ)]
– বিদ্যারত্নকে মহাধন বলে জানবে।

১৫. ভোগেন হতং ধনম্॥ ২০ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৩৪)
[হতম্ = √হন্ + ক্ত (ক্লীবলিঙ্গে)]
– ভোগ না করলে ধন দ্বারাও কোনো লাভ হয় না।

১৬. পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্। ২১ (মানবেন্দু)
[পয়ঃপানম্ = পয়সঃ পানম্ (ষষ্ঠী তৎ), ভুজঙ্গানাম্ = ভুজঙ্গ + ষষ্ঠী বহুবচন = ভুজঙ্গ + আম্]
– সর্পদুগ্ধ পান করলে তার বিষ ক্রমে বৃদ্ধিই পায়, কমে না।

১৭. উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে। ২১ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৩৪)
[শান্তয়ে = শান্তি (√শম্ + ক্তিন্) + চতুর্থী একবচন = শান্তি + ঙে]

– মূর্খকে উপদেশ দিলে তার ক্রোধ বৃদ্ধিই পায়, হ্রাস হয় না।

১৮. পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্। ২৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৩৬)
[পুস্তকস্থা = পুস্তকঃ + থা, পরহস্তগতম্ = পরস্য হস্তগতম্ (ষষ্ঠী তৎ)]
– গ্রন্থবদ্ধ বিদ্যা এবং পরের হাতে থাকা ধন একইরকম, কোনো উপকার হয় না।

১৯. কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥ ২৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৩৬)
[সমুৎপন্নে = সম্ + উৎপন্নে, তদ্ধনম্ = তস্য (>তদ্) ধনম্ (ষষ্ঠী তৎ)]
– প্রয়োজনের সময় তা বিদ্যাই নয়, তা ধনই নয়, কোনো উপকার হয় না।

## দুই. সুপুত্র-কুপুত্র ও পিতার কর্তব্যে শাশ্বত নীতিকথা

মর্মার্থ: এই জগৎ সংসারে বেশিরভাগ পিতা-মাতা সাধারণত পুত্র সন্তান কামনা করেন। তাঁদের ধারণা পুত্র সন্তানই সারাজীবন তাঁদের দেখে-শুনে রাখবে। কিন্তু সে ধারণা অনেক ক্ষেত্রেই ভুলে পরিণত হয়। কেননা পুত্র যদি সুপুত্র না হয়ে কুপুত্র হয়, তাহলে সেই কুপুত্রের কাছ থেকে পিতা-মাতা তথা আত্মীয় স্বজন কেউ-ই কোনো শান্তি পায় না। আমরা সাধারণত সমাজে তিন ধরনের পুত্র দেখে থাকি। অজাত পুত্র, মৃত পুত্র ও মূর্খপুত্র। এই তিন পুত্রের মধ্যে অজাত পুত্র (যে পুত্র এখনো জন্মেনি) ও মৃত পুত্র (যে পুত্র মৃত্যুবরণ করেছে)-ই শ্রেয়। অন্যদিকে মূর্খপুত্র চিরদিনই খারাপ। কেননা সে আজীবন পিতা-মাতাকে কষ্ট, অশান্তি ও পীড়া দিয়ে থাকে। তাই পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁদের পুত্র সন্তানকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করে তথা সুশিক্ষা দিয়ে মানুষ তৈরি করা। চাণক্য নীতিশাস্ত্রে অনেক শ্লোকে একই সাথে সুপুত্র-কুপুত্র ও পিতার কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। শ্লোকগুলো থেকে অনেক শাশ্বত নীতিকথা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাণক্যের ভাষায় শাশ্বত নীতিকথা–

১. বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতৈরপি। ২৬ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৩৮)
[বরমেকো = বরম্ + একঃ, মূর্খশতৈরপি = মূর্খশতৈঃ + অপি]
– শত শত মূর্খ পুত্র অপেক্ষা একমাত্র গুণী পুত্রও ভালো।

২. লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। ২৯ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪০)
[লালয়েৎ = √লল্ + বিধিলিঙ্-যাৎ, তাড়য়েৎ = √তড্ + বিধিলিঙ্-যাৎ, মিত্রবদাচরেৎ = মিত্রবৎ + আচরেৎ]
– সন্তানকে পাঁচ বৎসর প্রতিপালন, দশ বৎসর পর্যন্ত শাস্তি প্রদান এবং পুত্রের ষোলো বৎসর বয়স হলে তার সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করবে।

৩. তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্ন লালয়েৎ। ৩০ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪০)
[পুত্রঞ্চ = পুত্রম্ + চ, শিষ্যঞ্চ = শিষ্যম্ + চ, তাড়য়েন্ন = তাড়য়েৎ + ন ]
– পুত্র ও শিষ্যকে সুশাসনে রাখবে, অতি আদর করবে না।

৪. তে পুত্রাঃ যে পিতর্ভক্তাঃ স পিতা যস্তু পোষকঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ সা ভার্যা যত্র নির্বৃতিঃ॥ ৩১ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪১)
[যস্তু = যঃ + তু, তন্মিত্রম্ = তস্য (>তদ্) মিত্রম্ (ষষ্ঠী তৎ), নির্বৃতিঃ = নিঃ (নির্) + বৃতিঃ]
– যারা পিতাকে ভক্তি করে তারাই যথার্থ পুত্র, যে পিতা সন্তানকে পালন করে তিনিই যথার্থ পিতা, যে বিশ্বাসের কাজ করে সেই যথার্থ বন্ধু এবং যে স্বামীকে শান্তি দেয় সেই যথার্থ পত্নী।

**তিন. শত্রু-মিত্রে শাশ্বত নীতিকথা**

মর্মার্থ: এই পৃথিবীতে কেউ কারো শত্রু বা মিত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। পরস্পরের ব্যবহারের দ্বারাই শত্রু বা মিত্র সৃষ্টি হয়। যিনি মিত্র তিনি সর্বদা সুখে, দুঃখে, আপদে-বিপদে পাশে থাকেন। কখনো কারোর ক্ষতি কামনা করেন না। প্রয়োজনে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে উপকার করেন। অপরদিকে যে শত্রু সে সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পাশে তো দাঁড়ানই না বরং সর্বদা ক্ষতি সাধন করে থাকে। সে সুখ দেখে ঈর্ষা করে। বিনা কারণে ক্ষতি করে থাকে। চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে অনেক শ্লোকে একইসাথে শত্রু-মিত্র প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। শ্লোকগুলো থেকে অনেক শাশ্বত নীতিকথা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাণক্যের ভাষায় শাশ্বত নীতিকথা–

১. উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥ ৩২ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪২)
[রাজদ্বারে = রাজ্ঞঃ দ্বারে (ষষ্ঠী তৎ), যস্তিষ্ঠতি = যঃ + তিষ্ঠতি (√স্থা + লট্-তি)]
– যিনি সুখে, দুঃখে, দুর্ভিক্ষে, শত্রুবিগ্রহে, বিচারালয়ে ও শ্মশানে পাশে উপস্থিত থাকেন তিনিই প্রকৃত বান্ধব।

২. মিত্রঞ্চ নাতিবিশ্বসেৎ। ৩৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪২)
[মিত্রঞ্চ = মিত্রম্ + চ, নাতি = ন + অতি, বিশ্বসেৎ = বি-√শ্বস্ + বিধিলিঙ্-যাৎ]
– বন্ধুকে অত্যন্ত বিশ্বাস করবে না।

৩. জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রমাপৎকালে চৈব ভার্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে॥ ৩৪ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪৩)
[জানীয়াৎ = √জ্ঞা + বিধিলিঙ্-যাৎ, ব্যসনাগমে = ব্যসন + আগমে, চৈব = চ + এব, ভার্যাঞ্চ = ভার্যাম্ + চ]

– কাজে নিয়োগ করে চাকরকে, দুঃসময়ে বান্ধবদেরকে, বিপদ্‌কালে বন্ধুকে এবং ধন-সম্পত্তি ক্ষয় হলে স্ত্রীকে চিনবে।

৪. উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ। ৩৫ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪৪)
[শত্রুমুদ্ধরেৎ = শত্রুম্ + উদ্ধরেৎ (উদ্-√হৃ + বিধিলিঙ্-যাৎ)]

– উপকার গ্রহণ করেছে এমন শত্রু দিয়ে অন্য শত্রুকে উচ্ছেদ করবে।

৫. ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥ ৩৬ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪৪)
[কশ্চিৎ = কঃ + চিৎ, জায়ন্তে = √জন্ + লট্-অন্তে, রিপবস্তথা = রিপবঃ (রিপু+ জস্/রিপু + ষ্ণ) + তথা]

– কেউ কারো মিত্র বা শত্রু হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, পরস্পর ব্যবহারের দ্বারাই একে অপরের মিত্র বা শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

## চার. সুজন-কুজনে শাশ্বত নীতিকথা

**মর্মার্থ:** আমাদের সমাজে যেমন সুজন (সু-জন) মানুষ রয়েছে তেমন কুজন (কু-জন) মানুষও আছে। সু অর্থ উত্তম, জন অর্থ মানুষ। তাই সুজন অর্থ উত্তম, সজ্জন বা সৎ মানুষ। এই সুজন বা সজ্জনের সমাদর সর্বত্র। সকল মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করে। কেননা তাঁর চিত্ত সদা সংযত। তিনি সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী। তিনি সদা সত্য কথা বলেন। তাই এরকম সৎ মানুষ সকলের পথপ্রদর্শক। অপরদিকে কু অর্থ খারাপ, দুষ্ট, জন অর্থ মানুষ। তাই কুজন (দুর্জন) অর্থ খারাপ বা দুষ্ট মানুষ। চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্র কুজনের কুজনত্বের কথা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কুজন প্রিয়ভাষী হলেও তার অন্তরে সদা লুকিয়ে থাকে ক্ষতির চিন্তা। কুজনের সাথে মিত্রতা কখনো চিরস্থায়ী হয় না। সে বিদ্যা অর্জন করলেও পরিহার্য, যেমন পরিহরণীয় সর্প। চাণক্য আমাদেরকে এই কুজনের কাছ থেকে সদা দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রে অনেক শ্লোকে একইসাথে সুজন-কুজনের কথা বলেছেন। শ্লোকগুলো থেকে অনেক শাশ্বত নীতিকথা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাণক্যের ভাষায় শাশ্বত নীতিকথা–

১. দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্ বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্ ॥ ৩৮ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪৬)
[দুর্জনঃ = দুর্ (দুঃ) + জনঃ, তিষ্ঠতি = √স্থা + লট্-তি, জিহ্বাগ্রে = জিহ্বা + অগ্রে]

– দুর্জন প্রিয়াভষী হলেও তাকে বিশ্বাস করবে না। কারণ তার জিহ্বাগ্রে শুধু মধু থাকে, অন্তরে বিষ।

১. বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। ৩৯ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪৬)
[নৈব = ন + এব, কর্তব্যঃ = √কৃ + তব্য (পুংলিঙ্গ), রাজকুলেষু = রাজ্ঞঃ কুলেষু (ষষ্ঠী তৎ)]
– নারী এবং রাজপুরুষকে কখনো বিশ্বাস করবে না।

৩. দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরের ন সংশয়ঃ॥ ৪০ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪৭)
[ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ = ভৃত্যঃ + চ + উত্তরাদায়কঃ, মৃত্যুরের = মৃত্যুঃ + এব, সংশয়ঃ = সম্ + শয়ঃ]
– দুষ্ট স্ত্রী, প্রতারক মিত্র, কথায়-কথায় উত্তরদায়ক চাকর এবং সাপ যে গৃহে বাস করে সেই ঘরে বাস মৃত্যু অবধারিত। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. নির্ধনশ্চ ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ। ৪১ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪৮)
[নির্ধনশ্চ = নির্ (নিঃ) + ধনঃ + চ, প্রাপ্য = প্র-√আপ্ + ল্যপ্]
– দরিদ্র ব্যক্তি বহু ধন লাভ করলে সংসারকে তৃণের ন্যায় মনে করেন।

৫. পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ম্ ।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্ ভয়ম্॥ ৪২ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪৮)
[ভয়ম্ = √ভী + অল্ (ক্লীবলিঙ্গ), বাতাৎ = √বা + ক্ত = বাত + পঞ্চমী একবচন = বাত + ঙসি]
– গাছের ভয় বাতাসে, পদ্মের ভয় শিশিরে, পর্বতের ভয় বজ্রে এবং সজ্জনের ভয় দুর্জনে।

৬. দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতো ২ পি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥ ৪৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৪৯)
[পরিহর্তব্যঃ = পরি-√হৃ + তব্য, ভূষিতঃ = √ভূষ্ + ক্ত, কিমসৌ = কিম্ + অসৌ]
– দুর্জন ব্যক্তি বিদ্যার দ্বারা ভূষিত হলেও তাকে ত্যাগ করা উচিত। সর্প মণিশোভিত হলেও তা ভয়ঙ্করই থাকে।

৭. খলঃ কেন নিবার্যতে। ৪৪ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৫০)
[নিবার্যতে = নি-√বৃ + ণিচ্ (=বারি) + যক্ + লট্-তে]
– দুর্জনকে কে নিবৃত্ত করবে?

৮. স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ। ৪৫ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৫০)

[স্থানত্যাগেন = স্থানম্ ত্যাগেন (দ্বিতীয়া তৎ; √ত্যজ্ + করণ– ঘঞ্), দুর্জনঃ = দুর্ (দুঃ) + জন]

– দুর্জনকে স্থান ত্যাগ করে পরিহার করবে।

## পাঁচ. ব্যবহার-বিধিতে শাশ্বত নীতিকথা

মর্মার্থ: বি-অব-√হৃ + ঘঞ্ = ব্যবহার, বি-√ধা + কি = বিধি শব্দ দুটি গঠিত। ব্যবহার শব্দের অর্থ আচার, আচরণ। আর বিধি শব্দের অর্থ নিয়ম, বিধান প্রভৃতি। মানুষ কথায় বলে ব্যবহারেই বংশের পরিচয়। অর্থাৎ একজন মানুষের আচার-আচরণ তথা ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় তার বংশ গৌরব। যে মানুষ সদা সত্য কথা বলে, আহারে-বিহারে সংযমশীল, ব্যবহারে লজ্জাশীল তাকে সবাই ভালোবাসে বা পছন্দ করে। সে নিয়ম মাফিক পণ্ডিত জনকে সহজেই জয় করতে পারে। এমনকি সে মূর্খকে তার মতে সায় দিয়ে বশে আনতে পারে। তাই চাণক্য বিভিন্ন নীতিবাক্যের মাধ্যমে আমাদের ব্যবহার সুন্দর করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রে অনেক শ্লোকে একইসাথে ব্যবহার-বিধির কথা বলেছেন। শ্লোকগুলো থেকে অনেক শাশ্বত নীতিকথা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাণক্যের ভাষায় শাশ্বত নীতিকথা–

১. চলত্যেকন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
নাসমীক্ষ্য পরংস্থানং পূর্বমায়তনং ত্যজেৎ ॥ ৪৬ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৫১)
[নাসমীক্ষ্য = ন + অসমীক্ষ্য (নঞ্-সম্ + √ঈক্ষ্ + ল্যপ্), ত্যজেৎ = √ত্যজ্ + বিধিলিঙ্-যাৎ]

– বুদ্ধিমান এক পায়ে চলেন অন্য পায়ে দাঁড়ান। পরবর্তী স্থান ভালো করে না দেখে পূর্বস্থান ত্যাগ করেন না।

২. মূর্খং ছন্দানুবৃত্তেন গৃহ্নীয়াৎ। ৪৭ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৫১)
[ছন্দানুবৃত্তেন = ছন্দ + অনুবৃত্তেন, গৃহ্নীয়াৎ = √গ্রহ্ + বিধিলিঙ্-যাৎ]

– মূর্খকে তার মতে সায় দিয়ে বশে আনবে।

৩. সত্যেন পণ্ডিতম্ গৃহ্নীয়াৎ। ৪৭ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৫২)
[গৃহ্নীয়াৎ = √গ্রহ্ + বিধিলিঙ্-যাৎ]
–পণ্ডিতকে সত্য ব্যবহার দ্বারা বশে আনবে।

৪. বঞ্চনমপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ। ৪৮ (মানবেন্দু)
[প্রকাশয়েৎ = প্র-√কাশ্ + বিধিলিঙ্-যাৎ]

– বঞ্চনা এবং অপমানের শিকার হলে বুদ্ধিমান তা প্রকাশ করেন না।

৫. আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ। ৪৯ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৫৩)

[আহারে = আ-√হৃ + ঘঞ্ = আহার + সপ্তমী একবচন = আহার + ঙি, ভবেৎ = √ভূ + বিধিলিঙ্-যাৎ]

– আহারে ব্যবহারে সর্বদা লজ্জাহীন হবে।

৬. ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিত্তং দেশং পরিবর্জয়েৎ। ৫১ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৫৪)
[বিদ্যাগমঃ = বিদ্যা + আগমঃ (আ-√গম্ + ঘঞ্), পরিবর্জয়েৎ = পরি-√বৃজ্ + বিধিলিঙ্-যাৎ]

– বিদ্যা লাভের কোনো সম্ভাবনা নাই, সেই দেশ ত্যাগ করবে।

৭. অন্যলক্ষিতকার্যস্য যতঃ সিদ্ধির্ন জায়তে। ৫২ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৫৫)
[সিদ্ধির্ন = সিদ্ধিঃ + ন, জায়তে = √জন্ + লট্-তে]

– যে কার্য অন্যে লক্ষ করে, সে কার্য সিদ্ধ হয় না।

৮. সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ। ৫৫ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৫৭)
[সেবিতব্যঃ = √সেব্ + তব্য, মহাবৃক্ষঃ = মহতঃ (মহৎ>মহা) বৃক্ষঃ (ষষ্ঠী তৎ)]

– ফল ও ছায়াযুক্ত মহাবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

**ছয়. গুণাগুণে শাশ্বত নীতিকথা**

মর্মার্থ: গুণ + অগুণ = গুণাগুণ। গুণ অর্থ সৎগুণ। আর অগুণ অর্থ অসৎ গুণ। সমাজে গুণী মানুষ সম্মানিত। তিনি মৃত্যুবরণ করলেও গুণের কারণে তাঁকে সবাই মনে রাখে। তিনি সদা সত্যবাদী, ক্ষমাশীল ও প্রিয়ভাষী। তিনি দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে সকল কার্য সম্পন্ন করেন। অতিমাত্রায় কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকেন। গুণী মানুষের সমাজে অধিক সময় বেঁচে থাকা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র অনেক উপকৃত হতে পারে। আমাদের সমাজে গুণী মানুষ দুর্লভ। তাই চাণক্য গুণী মানুষকে সম্মান প্রদান ও নিজেকে গুণী হবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রে অনেক শ্লোকে একইসাথে গুণাগুণের কথা বলেছেন। শ্লোকগুলো থেকে অনেক শাশ্বত নীতিকথা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাণক্যের ভাষায় শাশ্বত নীতিকথা–

১. স জীবিত গুণা যস্য ধর্মো যস্য স জীবিত।
গুণধর্মবিহীনস্য জীবনং নিষ্প্রয়োজনম্ ॥ ৫৮ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৫৯)
[জীবিত = √জীব্ + লট্-তি, নিষ্প্রয়োজনম্ = নির্ (নিঃ) + প্রয়োজনম্]

– গুণী আর ধার্মিকের বেঁচে থাকা সার্থক। গুণধর্মবিহীন ব্যক্তি বেঁচে থাকলেও তার দ্বারা কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

২. শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি কল্পান্তস্থায়িনো গুণাঃ ॥ ৫৯ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬০)
[স্থায়িনঃ = স্থায়িন্ + ষষ্ঠী একবচন + ঙস্]

– শরীর অল্পকালেই বিনষ্ট হয় কিন্তু গুণ প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থায়ী।

৩. নারীরূপং পতিব্রতম্। ৬০ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬০)
[নারীরূপম্ = নার্যাঃ রূপম্ (ষষ্ঠী তৎ), পতিব্রতম্ = পত্যুঃ ব্রতম্ (ষষ্ঠী তৎ)]
– নারীর রূপ পতিব্রতা।

৪. ক্ষমা রূপং তপস্বিনাম্। ৬০ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬০)
[তপস্বিনাম্ = তপস্বিন্ + ষষ্ঠী একবচন = তপস্বিন্ + আম্]
– ক্ষমা তপস্বীর রূপ অর্থাৎ আদরের কারণ।

৫. সর্বমত্যন্তগর্হিতম্। ৬১ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬১)
[সর্বমত্যন্তগর্হিতম্ = সর্বম্ + অত্যন্ত-গর্হিতম্ (√গর্হ্ + ক্ত)]
– অতিমাত্রায় কোনো কাজ করা অতিশয় নিন্দনীয়।

৬. স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। ৬২ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬২)
[স্ত্রীরত্নম্ = স্ত্রী এব রত্নম্ (রূপক কর্মধারয়), দুষ্কুলাদপি = দুষ্কুলাৎ + অপি]
– দুষ্টকুল হতেও সুন্দরী স্ত্রী গ্রহণ করবে।

৭. দুর্লভং সুনৃতং বাক্যম্। ৬৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬২)
[দুর্লভম্ = দুর্ (দুঃ) + লভম্, বাক্যম্ = √বচ্ + ণ্যৎ (ক্লীবলিঙ্গে)]
– সত্য অথচ প্রিয়বাক্য দুর্লভ।

৮. দুর্লভা সদৃশী ভার্যা। ৬৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬২)
[দুর্লভা= দুর্ (দুঃ) + লভা]
– মনের মতো স্ত্রী সহজে মিলে না।

৯. সাধবো ন হি সর্বত্র। ৬৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬৩)
[সাধবো = সাধু + প্রথমা বহুবচন = সাধু + জস্/সাধু + ঙ্ঘ (পুংলিঙ্গে)]
– সর্বত্র সাধু দর্শন হয় না।

১০. শিক্ষেত চত্বারি কুক্কুটাদপি। ৬৫ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬৪)
[শিক্ষেত = √শিক্ষ্ + বিধিলিঙ্-ঈত, কুক্কুটাদপি = কুক্কুটাৎ + অপি]
– কুক্কুট (মোরক) হতে চারিগুণ শিখবে।

১১. দেশং কালং বলং জ্ঞাত্বা সর্বকার্যাণি সাধয়েৎ। ৬৭ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬৫)
[জ্ঞাত্বা = √জ্ঞা + ক্ত্বাচ্, সাধয়েৎ = √সাধ্ + বিধিলিঙ্-যাৎ]
– দেশ কাল বল বিবেচনা করে সকল কার্য সাধন করবে।

১২. যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ সোঽত্র জীবতি। ৭২ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৬৮)

[বহবঃ = বহু + প্রথমা বহুবচন = বহু + জস্/বহু + ষঃ (পুংলিঙ্গে)]
– যিনি বহুলোক প্রতিপালন করেন, তার জীবনই সার্থক।

১৩. প্রিয়বাক্যপ্রদানেষু সর্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ। ৭৭ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৭১)
[তুষ্যন্তি = √তুষ্ + লট্-অন্তি, জন্তবঃ = জন্তু + জস্/জন্তু + ষঃ (পুংলিঙ্গে)]
– প্রিয় বাক্য বললেই সকলে সন্তুষ্ট থাকে।

১৪. মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন তু নম্যতে। ৭৯ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৭৩)
[মূর্খশ্চ = মূর্খঃ + চ, ভিদ্যতে = √ভিদ্ + যক্ + লট্-তে, নম্যতে = √নম্ + যক্ + লট্-তে]
– মূর্খ মরে যায়, তবুও নত হয় না।

**সাত. সুখ-দুঃখে শাশ্বত নীতিকথা**

মর্মার্থ: সুখ ও দুঃখ উভয়ই মানুষের অনুভবের বিষয়। সুখ অর্থ আনন্দ, প্রশান্তি প্রভৃতি। আমাদের সংসার জীবনে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো কলহ না থাকে তবে সেখানেই সুখ বিরাজ করে। অর্থাৎ যে সংসারে স্ত্রী স্বামীর প্রিয় সেই সংসার নিত্য আনন্দপূর্ণ। জ্ঞাতিগণ অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে সেখানেও সুখ বিদ্যমান। অপরদিকে দুঃখ অর্থ কষ্ট, মর্মপীড়া প্রভৃতি। আমাদের এ জগৎ সংসারে কারো প্রয়োজনীয় ধন না থাকলে সেখানে দুখ বিরাজ করে। মনে কষ্ট বা দুঃখ থাকলে আমাদের জীবন আয়ু ক্ষয় পেতে থাকে। দারিদ্রতা এক অভিশাপ। হয়ত একারণেই বলা হয়– অভাগা যেদিকে তাকায় সাগর সেদিকে শুকিয়ে যায়। আমরা কীভাবে দুঃখ অতিক্রম করে সুখ পেতে পারি তা বিভিন্ন নীতিবাক্যের মাধ্যমে চাণক্য তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রে অনেক শ্লোকে একইসাথে সুখ-দুঃখের কথা বলেছেন। শ্লোকগুলো থেকে অনেক শাশ্বত নীতিকথা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাণক্যের ভাষায় শাশ্বত নীতিকথা–

১. নির্ধনঃ পরিভূয়তে। ৮০ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৭৩)
[নির্ধনঃ = নির্ (নিঃ) + ধন, পরিভূয়তে = পরি-√ভূ + যক্ + লট্-তে]
– ধন না থাকলে কারোর নিকট আদর পায় না।

২. দম্পত্যোঃ কলহো নাস্তি তত্র শ্রীঃ স্বয়মাগতা। ৮১ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৭৪)
[নাস্তি = ন + অস্তি, স্বয়মাগতা = স্বয়ম্ + আগতা (আ-√গম্ + স্ত্রীলিঙ্গ ক্ত)]
– যেখানে স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে কলহ নাই সেখানে লক্ষ্মী নিজেই এসে বাস করেন।

৩. মানভঙ্গে দিনে দিনে ॥ ৮৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৭৫)
[মানভঙ্গে = মানস্য ভঙ্গে (ষষ্ঠী তৎ)]
– মান নষ্ট হলে অতি কষ্টে ক্ষণে ক্ষণে আয়ু ক্ষয় হয়।

৪. সর্বকষ্টা দরিদ্রতা। ৮৫ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৭৬)
[দরিদ্রতা = দরিদ্র + তল্]
– দরিদ্রের সকল অবস্থাই কষ্টকর।

৫. জ্ঞাতিভিশ্চ সমং মেলং কুর্বাণো ন বিনশ্যতি। ৮৬ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৭৭)
[জ্ঞাতিভিশ্চ = জ্ঞাতিভিঃ + চ, কুর্বাণঃ = √কৃ + শানচ্ (পুংলিঙ্গে), বিনশ্যতি = বি-√নশ্ + লট্-তি]
– জ্ঞাতিগণসহ যার প্রণয় আছে, তার বিনাশ হয় না।

৬. ভার্যা ভর্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্। ৮৮ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৭৮)
[ভর্তুঃ = ভর্তৃ + ষষ্ঠী একবচন = ভর্তৃ + ঙস্, নিত্যোৎসবম্ = নিত্য + উৎসবম্]
– যে গৃহে স্ত্রী স্বামীর প্রিয়, সেই গৃহ নিত্য আনন্দপূর্ণ।

৭. সর্বনাশায় কুক্রিয়া। ৮৯ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৭৯)
[কুক্রিয়া = কু-ক্রিয়া (√কৃ + শ + স্ত্রিয়াম্ আপ্)]
– কুকাজ করলে সকলেই বিনষ্ট হয়।

৮. কার্যং স্ত্রীগোচরং যৎ স্যাৎ সর্বং তদ্ বিফলং ভবেৎ। ৯১ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৮০)
[স্যাৎ = √অস্ + বিধিলিঙ্-যাৎ, ভবেৎ = √ভূ + বিধিলিঙ্-যাৎ ]
– যে কার্যের বিষয় স্ত্রীলোক জানতে পারে, তৎসমুদয়ই বিফলে যায়।

## আট. বিবিধতে শাশ্বত নীতিকথা

মর্মার্থ: বিবিধ অর্থ বহুবিধ, নানা প্রকার প্রভৃতি। চাণক্য তাঁর নীতিশাস্ত্রে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও আমাদের সমাজের নানা প্রকার বিষয় নীতিবাক্যে তুলে ধরেছেন। যেমন, অতিথি সকলের কাছে সম্মানিত। অর্থাৎ গৃহে অতিথি আসলে তাঁকে গুরুর মতো সম্মান দিতে বলেছেন। তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের সমালোচনা করেছেন। পুরুষ যৌবনে নিজে নির্দোষ থাকলে স্ত্রীর প্রশংসা করতে পারে। তিনি একদিকে নারীদের মানবিক গুণের কথা তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে তাদের কঠোর সমালোচনাও করেছেন। তিনি বলেন নারীদের কান্নাই শক্তি। এর মাধ্যমে তারা পুরুষের কাছ থেকে সকল সহানুভূতি আদায় করতে পারে। তিনি নারীদের সচ্চরিত্র থাকার কথা বলেছেন। রূপবতী নারীর সন্তান না হলেও তার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর কলহকে ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ শুরুতে যথেষ্ট আড়ম্বর থাকলেও শেষে কাজ হয় অল্প সেকথাও বলেছেন। চাণক্যের নীতিশাস্ত্রে বিবিধ শ্লোক আছে। শ্লোকগুলো থেকে অনেক শাশ্বত নীতিকথা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাণক্যের ভাষায় শাশ্বত নীতিকথা–

]১. সর্বত্রভ্যাগতো গুরুঃ। ৯৩ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৮২)
[সর্বত্রভ্যাগতঃ = সর্বত্র + অভ্যাগতঃ (অভি-আ-√গম্ + ক্ত)]
– অতিথি সকলেরই গুরু অর্থাৎ পূজনীয়।

২. বালানাং রোদনং বলম্। ৯৪ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৮২)
[বালানাম্ = বাল/বালা + ষষ্ঠী বহুবচন = বাল/বালা + আম্, রোদনম্ = √রুদ্ + অনট্
– শিশুদের/নারীদের কান্নাই শক্তি।

৩. কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্। ৯৫ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৮৩)
[প্রিয়বাদিনাম্ = প্রিয়বাদিন্ + ষষ্ঠী বহুবচন = প্রিয়বাদিন্ + আম্]
– প্রিয়বাদীর নিকট কেউ-ই পর থাকতে পারে না।

৪. প্রশংসীয়াৎ ভার্যাং গতযৌবনম্। ৯৬ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৮৪)
[গতযৌবনম্ = গতস্য যৌবনম্ (ষষ্ঠী তৎ)]
– নির্দোষে যৌবন কাটালে স্ত্রীর প্রশংসা করা যায়।

৫. চরিত্রাবরণঃ স্ত্রিয়ঃ। ৯৭ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৮৪)
[চরিত্রাবরণঃ = চরিত্র + আবরণঃ, স্ত্রিয়ঃ = স্ত্রী + প্রথমা একবচন = স্ত্রী + জস্]
– নারীগণ সচ্চরিত্র দ্বারা আবৃত বা সুরক্ষিত।

৬. হতা রূপবতী বন্ধ্যা। ৯৮ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৮৫)
[হতা = √হন্ + ক্ত (স্ত্রীলিঙ্গে), রূপবতী = রূপ + বতুপ্ (স্ত্রীলিঙ্গে)]
– রূপবতী নারী বন্ধ্যা হলেও নষ্ট হয়।

৭. অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘাডম্বরে।
দাম্পত্যকলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥ ১০১ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৮৭)
[অজাযুদ্ধে = অজয়োঃ যুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে = ঋষীণাম্ শ্রাদ্ধে, মেঘাডম্বরে = মেঘস্য + আডম্বরে, বহ্বারম্ভে = বহু + আরম্ভে]
– ছাগলের যুদ্ধ, ঋষিশ্রাদ্ধ, সকালের মেঘ গর্জন এবং স্বামী-স্ত্রীর কলহ আরম্ভকালে যথেষ্ট আড়ম্বর থাকলেও শেষে কাজ খুব কমই হয়।

**নয়. ধর্ম ও শীলে শাশ্বত নীতিকথা**

মর্মার্থ: ধর্ম (√ধৃ + মন্) অর্থ– যা মানুষকে সত্য ও ন্যায় পথে রাখে তাই ধর্ম। এটি মানুষকে সত্যবাদী, ন্যায়বাদী, মনুষ্যত্ববাদী ও মানবিক হতে সহায়তা করে। মানুষের জীবনে অনেক বাহ্যিক বন্ধু-বান্ধব সৃষ্টি হতে পারে। দিনশেষে সে বন্ধু-বান্ধব তার কাছে নাও থাকতে পারে। কিন্তু ধর্ম-ই একমাত্র প্রকৃত বন্ধু বা বান্ধব যা কোনোদিন তাকে ছেড়ে যাবে না। অন্যদিকে শীল

(√শীল্ + অল্) অর্থ– স্বভাব, আচার-আচরণ প্রভৃতি। মানুষ সুন্দর স্বভাব, আচার-আচরণের হলে তাকে সবাই আদর ও সম্মান করে। সে তার সুন্দর স্বভাব দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব তথা জয় করতে পারে। তাই চাণক্য আমাদের ধর্ম পথে থাকার ও সুন্দর শীল হবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রে অনেক শ্লোকে একইসাথে সাথে ধর্ম ও শীলের কথা বলেছেন। শ্লোকগুলো থেকে অনেক শাশ্বত নীতিকথা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চাণক্যের ভাষায় শাশ্বত নীতিকথা–

১. শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যাঃ জেতুং ন শংসয়ঃ। (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৮৮)
[শীলেন = শীল + তৃতীয়া একবচন = শীল + টা, জেতুম্ = √জি + তুমুন্, শংসয়ঃ = শম্ + সয়ঃ]
– সুন্দর আচরণ দ্বারা ত্রিলোক (স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল) জয় করা যায়, এতে সন্দেহ নাই।

২. নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ। ১০৪ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৮৯)
[নিস্পৃহস্য = নিস্পৃহ + ষষ্ঠী একবচন = নিস্পৃহ + ঙস্]
– ভোগবাসনারহিত ব্যক্তির নিকট পৃথিবী তৃণসম।

৩. এক এব সুহৃদ্ ধর্মো। ১০৬ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৯০)
[সুহৃদ্ = শোভনং (সু) হৃদয়ং যস্য সঃ]
– ধর্মই একমাত্র প্রকৃত বন্ধু বা বান্ধব।

৪. পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। ১০৭ (মানবেন্দু, ২০১১, পৃ. ৯১)
[প্রাজ্ঞঃ = প্র-√জ্ঞা + ক/অন্ (পুংলিঙ্গে), উৎসৃজেৎ = উদ্-√সৃজ্ + বিধিলিঙ্-যাৎ]
– জ্ঞানী ব্যক্তি পরের জন্য (ধন ও জীবন) বিসর্জন দিয়ে থাকে।

**এই সময়ে চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিকথার প্রাসঙ্গিকতা**

চাণক্য-নীতিশাস্ত্র প্রাচীনকালে রচিত হলেও এই সময়ে এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রে বিদ্বান-অবিদ্বান, সুপুত্র-কুপুত্র, শত্রু-মিত্র, সুজন-কুজন, ব্যবহার-বিধি, গুণাগুণ, সুখ-দুঃখ, ধর্মশীল প্রভৃতি বিষয় নীতিকথার মাধ্যমে লোকসমক্ষে তুলে ধরেছেন, যা বর্তমানেও সমভাবে প্রযোজ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি সারসংক্ষেপ অর্থাৎ মর্মার্থ তুলে ধরা হয়েছে। যা গবেষণার একটি নতুন সংযোজন। প্রবাদপ্রতিম পুরুষ চাণক্য মানুষের জীবনদর্শন উপলব্ধি করে যে নীতিশাস্ত্র রচনা করেছেন তার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দুর্ভাগ্য, আজ স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে নীতিশিক্ষার কোনো সুযোগ নেই। সেজন্য নীতিকথাগুলোর আদর আমরা হারাতে বসেছি। আমরা সমাজের নৈতিক অবক্ষয় অবলোকন করছি। এখানে আমাদের নতুন করে ভাবার সুযোগ আছে। আমার মতে আমাদের শিক্ষাক্রমে নীতিশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এই নীতিশিক্ষা গ্রহণ করে সকল শ্রেণির মানুষ নৈতিক

মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হতে পারে। আজ আমাদের সমাজে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ঠিকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আজকের বিশ্বব্যবস্থায় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধিপত্যের মোহে বশীভূত হয়ে মানুষ নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে একে অপরের ক্ষতিসাধন করছে। স্বার্থের মোহে শোষক শ্রেণির মানুষের হাতে শোষিত শ্রেণির মানুষ সদা নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মানবতা আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। মানবসভ্যতা আজ বিজ্ঞানের চরম উন্নতির শিখরে আরোহণ করছে বটে কিন্তু মানুষের নীতিনৈতিকতা অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী এই সংকটময় অবস্থা থেকে চাণক্যের শাশ্বত নীতিকথা আমাদের অনৈতিক পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে। তাঁর নীতিশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিকথা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ গ্রহণ করতে পারে। তাই এই সময়ে চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিকথার প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

## উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিকথা মানব কল্যাণমুখী নৈতিক শিক্ষার এক আকর গ্রন্থ। তিনি নৈতিক শিক্ষার মহান আর্দশে অনুপ্রাণিত হয়ে শাশ্বত নীতিকথাগুলো শ্লোক আকারে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে চাণক্যের নীতিশ্লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বক শাশ্বত নীতিকথাগুলো সকলের কাছে সহজ-সরল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। যাতে সর্বশ্রেণির পাঠক, গবেষক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। চাণক্যের রচিত শাশ্বত নীতিকথাগুলো বাস্তবধর্মী। সমাজে কীভাবে চলতে হবে, জীবনকে কীভাবে পরিচালিত করতে হবে প্রভৃতিই তাঁর নীতিশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ নীতিকথা আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে শুরু করে বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনেও প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর নীতিকথাগুলো চর্চা করে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোটো থেকে বড়ো শিশুরা নৈতিক মানুষ হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মানুষ চাণক্যের প্রকৃত জীবন-ইতিহাস ভুলে গেলেও তাঁর কীর্তি, সুনাম ও চিন্তাধারা যুগ-যুগান্তর ধরে আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল থাকবে। চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিকথা আরেকবার সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই এ লেখায় আমি অভিলাষী হয়েছি। আমার মতে তাঁর নীতিশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিকথা আমাদের মনুষত্বকে জাগ্রত করতে পারবে। তাই আজকের পৃথিবীতে চাণক্য-নীতিশাস্ত্রের শাশ্বত নীতিকথার অবদান অনস্বীকার্য।

## সহায়কপঞ্জি

অশোককুমার বন্দোপাধ্যায়। (২০১৭)। *চাণক্যশ্লোক*। সদেশ, কলকাতা।

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [সম্পা.] (২০১৪)। *ইংরাজী-বাংলা-সংস্কৃত অভিধান*। সদেশ, কলকাতা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (২০১১)। *সমগ্র ব্যাকরণকৌমুদী* [সম্পা. আশুতোষ দেব], দেব সাহিত্য কুটির (প্রা.লি.), কলিকাতা।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন [সংকলিত], (২০০৫)। *শব্দসার* (সংস্কৃত-বাঙ্গালা অভিধান)। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা।

চৈতালী দত্ত। (২০১৪)। *চাণক্য-সংগ্রহ।* নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা।

দুলাল ভৌমিক। (২০১৮)। *ভর্তৃহরির নীতিশতক*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায়। (২০২৪)। *চাণক্যশ্লোক*। পারুল প্রকাশনী প্রা.লি., কলকাতা।

প্রসূন বসু (২০১৪)। পঞ্চদশ খণ্ড: পঞ্চতন্ত্র। *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* [সম্পা. বিষ্ণুশর্মা], নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

প্রসূন বসু (২০১৪)। *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার* (ত্রয়োদশ খণ্ড: হিতোপদেশ– নারায়ণ পণ্ডিত) [সম্পা.], নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। (২০১১)। *চাণক্য-সুভাষিত-শ্লোক-সংগ্রহ*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

মালবিকা বিশ্বাস ও ময়না তালুকদার। (২০২৩)। *চাণক্য সার-সংগ্রহ।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগার, ঢাকা।

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী। (১৯৯০)। *চাণক্য-নীতি-শাস্ত্রম্।* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।